7489 - শূকররে গোশতরে মানোন্নয়ন প্রকল্পে চাকুরী করার আকর্ষণীয় প্রস্তাব

প্রশ্ন

প্রশ্ন: আকর্ষণীয় সুযোগ-সুবধিাসহ আমি এক কোম্পানরি পক্ষ থকেে চাকুরীর প্রস্তাব পয়েছে। আমার কাজরে ধরনটা হবে কোম্পানরি গবষেণাগারে শূকররে জনি নয়িে গবষেণা করা। এ গবষেণার চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছ- শূকররে উৎপাদন ও জনেটিকি মানোন্নয়ন করা। আরো স্পষ্ট করে বলতে গলেে গোশতরে মান উন্নত রখেে শূকররে প্রজনন বাড়ানো এবং গ্রাহকরে ভোগরে জন্য তা বাজারজাত করা। অর্থাৎ ইসলামে নষিদ্ধি শূকররে গোশত গ্রাহক কর্তৃক ক্রয় ও ভোগ করার উৎস থকেে আমার বতেনটা আসব। প্রশ্ন হল- এ ধরনরে উৎস থকেে অর্জতি সম্পদ কি বধৈ হব? আমি কি এ চাকরতিে যোগদান করব? নাকি প্রত্যাখ্যান করব? দ্রুত উত্তর দলিে কৃতজ্ঞ থাকব; যাতে আমি এ বষিয়ে সদ্ধিান্ত নতিে পরি। আল্লাহ আপনাদরেকে উত্তম প্রতদিান দনি।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

আলহামদুলল্লিাহ।

মুসলমানরে জন্য শূকররে গোশত খাওয়া হারাম। দললি হচ্ছ- আল্লাহ তাআলার বাণী (ভাবানুবাদ):“বলুন, যা কছিু আমার কাছে ওহী করা হয়ছে, তাতে আহারকারীর আহার হসিবেে কোন কছিুই নষিদ্ধি পাই না — মরা প্রাণী, প্রবহমান রক্ত ও শূকররে গোশত ছাড়া; কারণ তা (শূকররে গোশত) অপবত্রি এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্যরে নামে পাপরে জবাই ছাড়া। তবে যে ব্যক্তি অবাধ্য ও সীমালঙ্ঘনকারী হয়ে নয়; নরিুপায় হয়ে এগুলো গ্রহণ কর, নশ্চিয় আপনার রব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।”[সূরা আল আনআম:১৪৫]

অনুরূপভাবে শূকররে গোশত ক্রয়বক্রিয় করাও হারাম। জাবরে রাদয়িাল্লাহু আনহু হতে বর্ণতি, তনিি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মক্কা বজিয়রে বছর বলতে শুনছেনে-তখন তনিি মক্কায় ছলিনে-“নশ্চিয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূল মদ, মরা প্রাণী, শূকর ও মূর্তি বক্রিয় হারাম করছেনে। জজ্ঞিসে করা হল- ইয়া রাসূলাল্লাহ!মরা প্রাণীর চর্বরি ব্যাপারে আপনার কি অভমিত? তা দয়িে তো জাহাজে প্রলপে দয়ো হয়, চর্ম তলৈ হসিবেে ব্যবহার করা হয়, বাতি জ্বালানোর কাজে ব্যবহার করা হয়। উত্তরে তনিি বললনে:না; ওটা হারাম। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললনে: আল্লাহ ইহুদদিরেকে নপিাত করুন। আল্লাহ যখন মরা প্রাণীর চর্বি হারাম করলনে তখন তারা চর্বি গলয়িে বক্রিয় করল এবং এর মূল্য ভক্ষণ করল।” [সহহি বুখারী (১২১২), সহহি মুসলমি (১৫৮১)]

অতএব, আল্লাহ যখন কোনো জিনিসকে হারাম করেন তখন তিনি এর মূল্যকেও হারাম করেন। অনুরূপভাবে হারাম কিছু বাস্তবায়নের মাধ্যমও হারাম। মূল কাজের যে হুকুম মাধ্যমেরও সেই হুকুম। হুকুমের দিক থেকে এতদুভয়ের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। উপরন্তু মুসলমানের জন্য ফাসেক বা পাপাচারী গোষ্ঠীকে শরিয়তবিরোধী কাজকর্মে সহায়তা করা জায়েয নয়। মুসলমানের বরং উচিত হল- যতদূর সম্ভব তাদের শরিয়তবিরোধী কাজকর্মে বাধা হয়ে দাঁড়ানো। তাদেরকে এসব কর্ম থেকে বারণ করা। তাদের জন্য হারাম বস্তুর উন্নয়নে কাজ করে যাওয়ার তো প্রশ্নই আসে না। আপনি কি পছন্দ করবেন- আপনি হারাম বস্তুর উন্নয়ন, সৌন্দর্য বর্ধন ও উৎসাহ প্রদানের মাধ্যম হবেন এবং এসব হারাম প্রচার, প্রসার ও ব্যবহারে সহায়ক ভূমিকা পালন করবেন?

আমার তো মনে হয় আপনি বলবেন: 'নাউযুবিল্লাহ' (আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই),আমি নিজের জন্য এমন জিনিস কখনো পছন্দ করব না; যা আমার সৃষ্টিকর্তা পছন্দ করেন না। যত বেশি বেতনই দেওয়া হোক না কেন আমি এ হারাম কাজ কখনো করব না। রযিকের মালিক আল্লাহ।আপনি অন্য কোনো হালাল রুজির তালাশ করুন।

আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছি তিনি যেন, হালাল রুজি দিয়ে আমাদেরকে হারাম থেকে বাঁচিয়ে রাখেন এবং তাঁর নিজ অনুগ্রহে অন্যের মুখাপেক্ষিতা থেকে আমাদেরকে দূরে রাখেন।